بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে কয়েকটি সারিয়্যা এবং একটি গযওয়া'র ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের আলোকে বিভিন্ন সারিয়্যা এবং গযওয়ার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে **সারিয়্যা উকাশা বিন মিহসান**-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এ যুদ্ধাভিযান ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) উকাশা বিন মিহসান (রা.)-র নেতৃত্বে ৪০জন সাহাবীকে বনু আসাদ গোত্রের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে **গামার মারযূব** অভিমুখে প্রেরণ করেন। হযরত উকাশা (রা.)-র দলটি দ্রুত সেখানে পৌঁছেন, কিন্তু শত্রুরা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ জানতে পেরে আশেপাশের এলাকায় সটকে পড়ে, ফলে সেখানে কোনো লড়াই হয় নি। এরপর উকাশা (রা.) সবাইকে নিয়ে মদীনায় চলে আসেন।

আরেকটি সারিয়্যা হলো, **সারিয়্যা মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)**। মহানবী (সা.) মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র নেতৃত্বে ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউস সানী মাসে ১০ জনের একটি দল **যুল কাসসা অভিমুখে** প্রেরণ করেন। তারা রাতে সেখানে পৌঁছে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় শত্রুদলের ১০০জন তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং তির ও বর্শা নিক্ষেপ করতে থাকে। সাহাবীরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিহত করতে থাকেন, কিন্তু শত্রুদের উপর্যুপরি আক্রমণের মুখে ১০জনই শাহাদতবরণ করেন আর হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) গুরুতর আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছিলেন। শত্রুরা তাকে বস্ত্রহীন অবস্থায় সেখানে ফেলে রেখে চলে যায়। এক পথিক মুসলমান তাকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে মদীনায় নিয়ে আসেন।

মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র সাথীদের শাহাদতের প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে **সারিয়্যা আবু উবাদা বিন জাররাহ** সংঘটিত হয়। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র সাথীদের শাহাদতের দুঃসংবাদটি পাওয়ার পাশাপাশি আরো জানতে পারেন, বনু সালাবা গোত্র মদীনায় আক্রমণের ষড়যন্ত্র করছে। তাই তিনি (সা.) আবু উবাদা বিন জাররাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে ৪০জন সাহাবীর একটি দলকে দ্রুত সেখানে প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশানুযায়ী তারা সারারাত যাত্রা করে সকালের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যান এবং শত্রুদের ঘিরে ফেলেন। সামান্য লড়াইয়ের পর তারা রণেভঙ্গ দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। এরপর আবু উবায়দা (রা.)-র দল মালে গণিমত সংগ্রহ করে মদীনায় ফিরে আসেন।

হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) ও হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.) উভয়ে বুযূর্গ এবং জ্যেষ্ঠ সাহাবী হিসেবে গণ্য হতেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) আনসারী নিজের ব্যক্তিগত গুণাবলীর পাশাপাশি ইহুদী নেতা কাব বিন আশরাফের বধকারী ছিলেন। হযরত উমর (রা.)-র খিলাফতকালে তাকে বিশেষ পদমর্যাদার অধিকারী মনে করা হতো। হযরত উসমান (রা.)-র শাহাদতের পর মুসলমানদের মাঝে যখন বিবাদ সৃষ্টি হয় তখন তিনি এসব থেকে বিরত থাকেন এবং তরবারি ফেলে দিয়ে নিজ বাড়িতে নির্জনে বসে থাকেন। এছাড়া হযরত আবু উবাদা বিন জাররাহ্ (রা.) কুরাইশী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) তাকে আমীরুল মিল্লাত উপাধি প্রদান করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) যে দু'জন সাহাবীকে খিলাফতের যোগ্য আখ্যা দিয়েছিলেন তাদের মাঝে তিনি অন্যতম ছিলেন। তিনি হযরত উমর (রা.)-র খিলাফতকালে প্লেগের মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

এরপর একটি সারিয়্যা হলো, **সারিয়্যা যায়েদ বিন হারেসা**। ৬ষ্ঠ হিজরী সনের রবিউল আখের মাসে মহানবী (সা.) তাঁর মুক্ত ক্রীতদাস হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র নেতৃত্বে কয়েকজন মুসলমানকে বনু সুলায়ম গোত্রের অভিমুখে প্রেরণ করেন। বনু সুলায়েম গোত্র মুসলমানদের চরম

বিরোধী ছিল, এমনকি খন্দকের যুদ্ধেও তারা মুসলমানদের বিপক্ষে অংশগ্রহণ করেছিল। যাহোক, যায়েদ বিন হারেসা (রা.) সেখানে পৌঁছে তাদের ওপর আক্রমণ করেন। শত্রুরা অবস্থা বেগতিক দেখে দিগ্বিদিক পালিয়ে যায়। মুসলমানরা কয়েকজন বন্দি এবং তাদের ফেলে যাওয়া গবাদিপশু মালে গণিমত হিসেবে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) আরেক **সারিয়্যায় যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে** ৬ষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে ১৭০জন সাহাবীর নেতা মনোনীত করে **ঈস** নামক স্থানে প্রেরণ করেন। এর কারণ হলো, মহানবী (সা.) জানতে পারেন, মক্কা থেকে কুরাইশের যে বাণিজ্যিক দলগুলো সিরিয়ায় যেত তারা মদীনার পাশ ঘেঁষেই যাতায়াত করতো এবং পথিমধ্যের সকল আরব গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানী দিত। তাই তিনি (সা.) তাদেরকে প্রতিহত করতে এ দলটিকে **ঈস** অভিমুখে প্রেরণ করেন যা মদীনা থেকে চারদিনের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। তারাও মুসলমানদের আক্রমণের ফলে কোনো সুবিধা করতে পারে নি এবং নিজেদের সবকিছু ফেলে পালিয়ে যায়। হযরত যায়েদ (রা.) কয়েকজন বন্দি এবং মালে গণিমত নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

এ সময় মহানবী (সা.)-এর জামাতা আবুল আস বিন রবীয়্যার বন্দি হওয়া এবং মুসলমান হওয়ার ঘটনাও পাওয়া যায়। মক্কাবিজয়ের পূর্বে সে নিজের এবং কুরাইশের বাণিজ্যিক সম্পদ নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেছিল। ফেরার পথে সাহাবীদের মুখোমুখি হয়ে গেলে সাহাবীরা তার সম্পদ নিয়ে নেন এবং পুরো কাফেলাকে বন্দি করে মদীনায় নিয়ে আসেন। আরেক বর্ণনানুযায়ী, আবুল আস অভিযানের লোকদের হাত থেকে পালিয়ে মদীনায় চলে আসে এবং হযরত যয়নব (রা.)-র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। হযরত যয়নব (রা.) তাকে আশ্রয় প্রদান করেন। মহানবী (সা.) ফজরের নামাযের সময় যয়নব (রা.) কর্তৃক আবুল আস'কে আশ্রয় প্রদানের ঘটনা জানার পর লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, **আমি এইমাত্র এ বিষয়টি জানতে পারলাম, ইতঃপূর্বে এ ঘটনা জানতাম না। এরপর বলেন, মুসলমানরা শত্রুদের বিপক্ষে এক হাতের ন্যায় ঐকবদ্ধ। তাদের যে কোনো নগন্য ব্যক্তিও কাউকে আশ্রয় প্রদান করতে পারে। আমিও তাকে আশ্রয় প্রদান করছি।** এরপর তিনি (সা.) হযরত যয়নব (রা.)-র আবেদনের প্রেক্ষিতে সারিয়্যায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেন, **তোমরা জানো যে, সে আমার আত্মীয়। অতএব তোমরা কি অনুগ্রহবশত তার সম্পদ ফিরিয়ে দিতে পারো? আর যদি ফেরত না দাও তাহলে এটি আল্লাহ্ তা'লার মালে গণিমত। আমার কোনো আপত্তি নেই।** এরপর সাহাবীরা তাদের সবার সম্পদ ফিরিয়ে দেন। আবুল আস মক্কায় ফেরত গিয়ে লোকদের কাছে তাদের সম্পদ পৌঁছে দেন এবং মক্কাবাসীর সামনে নিজের ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দেন। পুনরায় মক্কা থেকে ফেরত আসার পর কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী মহানবী (সা.) বিয়ে ছাড়াই আবুল আস (রা.)কে যয়নব (রা.)-র কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। আবার ভিন্ন বর্ণনানুযায়ী পুনরায় তাদের বিয়ে পড়ানো হয়েছিল।

অতঃপর হুযূর (আই.) **গযওয়ায়ে বনু লাহয়িয়ান বা লিহয়িয়ান**-এর ঘটনা বর্ণনা করেন, যা ৬ষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। তবে এ যুদ্ধাভিযানের সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। প্রকৃত ঘটনা হলো, রাজী'র ঘটনায় ১০ জন মুসলমানকে হত্যা করার পেছনে বনু লাহয়িয়ানের হাত ছিল। এ ঘটনায় মহানবী (সা.) চরম কষ্ট পেয়েছিলেন। এছাড়া তারা তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং তাদের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা প্রকাশ্য ছিল। তাই তিনি (সা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনার প্রয়োজন মনে করেন যেন পরবর্তীতে তারা মদীনায় আক্রমণের সাহস না পায়। তদনুযায়ী তিনি (সা.) স্বয়ং ২০০জন সাহাবী এবং ২০টি ঘোড়া নিয়ে সেখানে যান এবং হযরত ইবনে মাকতুম (রা.)-কে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যান। কিন্তু তারা পূর্বেই তাঁর আগমনের সংবাদ জানতে পেরে সেখান থেকে পালিয়ে পাহাড়ের চূঁড়ায় গিয়ে লুকিয়ে থাকে। তাই কাউকে বন্দি করা সম্ভব হয় নি। তিনি (সা.) কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করে চারিদিকে তাদের খোঁজ নিতে থাকেন। অবশেষে

ফেরত যাত্রা করেন এবং যেখানে ১০জন সাহাবীকে শহীদ করা হয়েছিল সেখানে পৌঁছে মহানবী (সা.) শহীদদের কথা স্মরণ করে খুবই মর্মাহত হন। এরপর তিনি দরদভরা হৃদয়ে তাদের আত্মার শান্তি ও মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন।

বর্ণিত রয়েছে, এ যাত্রায় মহানবী (সা.) ১৪ দিন বাইরে অবস্থানের পর মদীনায় ফেরত আসেন। ফেরতযাত্রায় তিনি (সা.) একটি দোয়া পাঠ করেন যা পরবর্তীতে মুসলমানরা সফর থেকে ফেরার পর করতেন আর তা হলো, اٰئِبُوْنَ تَآئِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ অর্থাৎ **আমরা খোদা তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের প্রভুর গুণকীর্তনকারী।** মহানবী (সা.) পরবর্তী সফরগুলোতে যে দোয়াটি পাঠ করতেন সেটি হলো, صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهٗ অর্থাৎ **আমাদের খোদা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রুদলকে নিজ শক্তিবলে পিছু হটতে বাধ্য করেছেন।**

এরপর আরও একবার মহানবী (সা.) ৬ষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল আখের মাসে ১৫জন সদস্যসহ **সারিয়্যা যায়েদ বিন হারেসা'কে** বনু সালবা গোত্র অভিমুখে প্রেরণ করেন যা ইরাকের পথে মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যায়েদ বিন হারেসা (রা.) তাদের এলাকায় পৌঁছানোর সাথে সাথে তাদের উট এবং ছাগপালের ওপর নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেন আর সেখানকার লোকজন ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়; ফলে কোনো ধরনের লড়াই হয় নি। হযরত যায়েদ (রা.) পশুপালকে হাঁকিয়ে মদীনায় নিয়ে আসেন। বনু সালাবা গোত্র সাহাবীদের অন্বেষণে বের হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে ধরতে পাওে নি। হুযূর (আই.) বলেন, এই আলোচনার ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

এরপর হুযূর (আই.) বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে দোয়ার আহ্বান করতে গিয়ে বলেন, সিরিয়ায় যে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলা যাচ্ছে না। যদিও বলা হচ্ছে, এক অত্যাচারী শাসকের শাসনকাল শেষ হয়েছে। কিন্তু দোয়া করুন যেন পরবর্তী সরকার ন্যায়পরায়ণতার সাথে কাজ করে। আল্লাহ্ তা'লা সেই এলাকার আহমদীদের নিরাপদে রাখুন। পাকিস্তান, ইরান এবং অন্যান্য দেশের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদী সদস্যকে সুরক্ষিত রাখুন। অনুরূপভাবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর পরিমাণে ঝড় হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকেও বিশ্ববাসীকে নিরাপদ রাখুন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) দুজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন। প্রথম স্মৃতিচারণ হলো, **পাকিস্তানের মিরপুর খাস নিবাসী শহীদ জনাব আমীর হাসান মারাণ্ডি সাহেবের,** যাকে গত ১৩ই ডিসেম্বর সকালে বিরোধীরা গুলি করে শহীদ করে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো, **ইন্দোনেশিয়ার মুবাল্লিগ মওলানা আব্দুস সাত্তার রউফ সাহেবের,** যিনি সম্প্রতি ৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। তিনি ১৯৭৩ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৭ সালে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াতে ভর্তি হয়ে মুবাশ্বের কোর্স সম্পন্ন করে মুবাল্লিগ হিসেবে মালয়েশিয়া, ফিজি, ইন্দোনিশায়, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে জামা'তের মূল্যবান সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। হুযূর (আই.) তাদের উভয়ের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)